দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে ইয়াবাসহ দুজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা ও নাস্তিপুর গ্রামে পৃথক অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুল হাদী (৩৫)কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর বসতঘর থেকে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। অভিযানে দর্শনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খুরশীদ আলমসহ পুলিশের একটি দল অংশ নেয়।

পরে একই ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে কায়েদ আলী বিশ্বাসের ছেলে ইয়াজতুল্লাহ (৫০)কে ৫৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে মঙ্গলবারই চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে

বাইসাইকেলসহ চোর আটক, গাঁজাসহ দুইজনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া বাইসাইকেলসহ এক চোর, ৭ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজন, মাদক মামলার এক আসামি ও পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে বাইসাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি ও গাঁজাসহ দুইজনকে আদালতে হাজির করা হলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে এসআই ফাহিম হোসেন ইব্রাহিমপুর গ্রামের মীর বটতলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় স্থানীয়দের সহায়তায় সাগর আলী (২২) নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার রংপুর মাঠপাড়ার হাসান আলীর ছেলে।
স্থানীয়দের ভাষ্য, ইব্রাহিমপুর গ্রামের ছোটপোল মাঠ থেকে তরিকুল ইসলামের একটি বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় লিচু মন্ডলের সাইকেল গ্যারেজের সামনে থেকে সাগর আলীকে গাঢ় সবুজ রঙের পুরোনো হারকিউলিস বাইসাইকেলসহ আটক করা হয়।
পরে সাগর আলীকে আদালতে হাজির করা হলে বিজ্ঞ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাকে আরও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। অপরদিকে, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে লোকনাথপুর ক্লাব মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন এসআই মাহাবুল হক। গ্রেপ্তাররা হলেন—লোকনাথপুর স্কুলপাড়ার মো. আমির হোসেন (৩০) ও লোকনাথপুর গ্রামের মো. মিনারুল (৪০)।
পুলিশ জানায়, আমির হোসেনের প্যান্টের পকেট থেকে ৪ গ্রাম এবং মিনারুলের লুঙ্গির কোচর থেকে ৩ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে তাদের আদালতে হাজির করা হলে দুজনকেই ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রত্যেককে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
এ ছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি মো. রশিদুল ইসলাম (৩৬)কে বৃহস্পতিবার তার নিজ বাড়ি থেকে

আটক করা হয়। তিনি রুদ্রনগর গ্রামের আনছার আলীর ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, রশিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগে আরও দুটি মাদক মামলা রয়েছে।
একই দিনে চারুলিয়া পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সিআর-২০৯/২৬ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি মোছা. রেহেনা খাতুনকে লক্ষ্মীপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের পৃথক অভিযানে পাঁচজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুলিশের পৃথক অভিযানে মাদকদ্রব্যসহ চারজন এবং একটি মামলার তদন্তে আরও একজনসহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (১০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ পারকুলা ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন পারকুলা বাজারে শফি ডাক্তারের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা থেকে পারকুলা খালপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে মো. জিহাদ (২৫)কে মাদকদ্রব্যসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে একই দিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. নবান হোসেন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় ওসমানপুর গ্রামের মৃত লিয়াকত খন্দকারের ছেলে মো. মিরা খন্দকার (৩৬), লক্ষ্মীপুর গ্রামের আহাদ মণ্ডলের ছেলে মো. সাকিব (২০) এবং একই গ্রামের জিয়ার মণ্ডলের ছেলে মো. শুভ (২০)কে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার চারজন মো. মিরা খন্দকার (৩৬), মো. সাকিব (২০), মো. শুভ (২০) ও মো. জিহাদ (২৫) কে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে

পাঠানো হয়েছে।

এ ছাড়া বিশেষ অভিযানে এসআই (নিঃ) আলমগীর কবীর সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানার একটি মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি পাবনা জেলার ফতে মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে মোমিন হোসেন (৩৫)কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ একজন এবং মাদকসেবনের অভিযোগে আরও একজনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে দুজনকেই আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পৃথক দুটি অভিযান পরিচালিত হয়।

প্রথম অভিযানে, গত ২০ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সিয়াবুল ইসলাম জুড়ানপুর মাঝপাড়া গ্রামের আব্দুল মোল্লার বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় ইয়াছিন আরাফাত (২৪) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার পরিহিত লুঙ্গির কোচর থেকে একটি পুরিয়ায় রাখা প্রায় ৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পরে তাকে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অপরদিকে, ২০ জুলাই গভীর রাতে বড় দুধপাতিলা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বসতবাড়িতে এক ব্যক্তি মাদক সেবন করে অশালীন আচরণ করছেন, এমন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মশিউর রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের হেফাজত থেকে মহাসিন ওরফে পিস্তল (২৫) নামে এক আটক করেন।

পুলিশ জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন। পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডোপ টেস্ট করানো হলে পরীক্ষায় ক্যানাবিনয়েডস (THC) পজিটিভ আসে। এরপর তাকে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে আদালত এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, দুই আসামিকেই আদালতের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বিচারে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ ১ জন আটক হয়েছে। গতকাল রবিবার ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান বিজয় (২২) আটক হয়। আটককৃত বিজয় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারত ইসলামের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল জানান, র্যাবের অভিযানে গাড়াবাড়ীয়া গ্রাম থেকে বিজয় নামের একজনকে আটক করে। পরে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায়

কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

পরে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের যুগিন্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো: লাল্টু (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৪৪ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আটক মাদক ব্যবসায়ী লাল্টু যুগিন্দা গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের পৃথক দুটি স্থানেঅভিযান চালিয়ে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আজ শুক্রবার বিকাল ৩ টার দিকে সদর উপজেলার হরিরামপুর ও বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের ভূমি অফিস পাড়ায় অভিযানপরিচালনা করেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক হাশেম আলী।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হরিরামপুর দক্ষিণপাড়ায় অভিয়ান চালিয়ে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ রেজাউল হকেবর ছেলে ইকবাল হোসেনকে এবং শহরের ভূমি অফিস পাড়া থেকে শমসেরে শেখের ছেলে মিয়ারুল ইসলামকে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়েছে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে পৃথক অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক সহ শরিফুল ইসলাম (২৮) ও খাইরুল ইসলাম
(৫২) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত শরিফুল ইসলাম খাস মহল গ্রামের সুরমান আলীর ছেলে এবং খাইরুল ইসলাম কাজিপুরের খলিলুর রহমানের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার বামুন্দি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শরীফুলের নেতৃত্বে খাসমহল বাজারপাড়া এলাকায় পরিচালিত একটি অভিযানে ২৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একই থানাধীন ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে আরেকটি অভিযানে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ খায়রুল ইসলাম
(৫২) কে গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম জানান,আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে করা হয়েছে।

দর্শনায় পৃথক অভিযানে রেকক্টিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ৩০ লিটার রেকক্টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করেছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো:শরিয়তউল্লাহ’র নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দর্শনা আজিমপুর মিল গেট এলাকার মৃত্য হারুনের বাড়িতে।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর বসত বাড়ির ভিতর থেকে কন্টিনেটারে রাখা ১শ লিটার রেকক্টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মারুফ খান অন্তর কৌশলে পালিয়ে রক্ষা পায়।তবে অন্তরকে আটক করতে না পারলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর বাদি হয়ে পলাতক হিসাবে দর্শনা আজিমপুর কেরু মিলগেট এলাকার মৃত্য হারুনের ছেলে আসামি মারুফ খান অন্তরকে (২৪)নিয়মিত মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে পাঠান পাড়ার অভিযান চালিয়ে বাবু মিয়ার বাড়ি থেকে কন্টিনেটারসহ ৩০ লিটার রেকক্টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করে। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দর্শনা রেল কোলনী পাঠান পাড়ার মৃত্য হামিদ মিয়ার ছেলে বাবু মিয়াকে (৫৮) গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন মামলার বাদী হয়ে মাদক আইনে দর্শনা থানায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

আজ তাদের দুজনকে মাদক মামলসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে পুলিশ।

দর্শনায় পৃথক অভিযানে ১৭৫ বোতল ফেনসিডিলসহ দুজন গ্রেফতার

দর্শনায় ঝিনাইদহ র্যাব ৬ ও দর্শনা থানা পুলিশ পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৭৫বোতল ফেনসিডিলসহ দুজন মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে গত সোমবার (১৫ মে) দিবাগত রাত ১টার দিকে দর্শনা থানা

পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় মদনা বাজার হতে প্রতাবপুরগামী পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত এস এম আমান উল্লাহ এর নেতৃত্বে, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন সঙ্গীয় অফিসার এসআই টিপু সুলতান, এসআই শামীম রেজা, এসআই সুজন অভিযান চালিয়ে মিলন মিয়া (৪০) কে গ্রেফতার করে। তার কাছন থেকে ১৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।সে ঝাঝাডাঙ্গা (বাগানপাড়া),ও মদনা (দক্ষিনপাড়ার মৃত্য মুজিবর রহমানের ছেলে।

গতকালই এস আই সোহেল রানা বাদি হয়ে শামীম রেজা নামে মাদক আইনে মামলা সহ আদালতে প্রেরন করেছে।অপরদিকে সোমবার (১৫ মে) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ র্যাব ৬ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজরের যাত্রী ছাউনির সামনে।

এ সময় র্যাব জীবনগর উপজেলার ছটাংগা পাড়ার শামীম রেজাকে (২২) গ্রেফতার করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে ৪৩ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় র্যাব বাদি হয়ে দর্শনা থানায় শামীম রেজার মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে। গতকালই তাদের দুজনকে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক,পৃথক অভিযান পরিচালনা করে মাদক উদ্ধার সহ ৪ মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যাবসায়ীদের ভ্রাম্যমান আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল বুধবার সকাল হতে চুয়াডাঙ্গা

এসময় মাঠপাড়ার হারুন-অর-রশিদের ছেলে সজীব মোল্লার বাড়ির বসত ঘরে অভিযান পরিচালনা করে ৩ বোতল আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেন। এসময় মাদক উদ্ধার সহ আটক করা হয় মাদক ব্যাবসায়ী সজীব মোল্লাকে (২২)।

পরে আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দামুড়হুদা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।